অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় এমপিওভুক্তি

বেকায়দায় শিক্ষা প্রশাসন

২১টি বিতর্কিত প্রতিষ্ঠানের তালিকা মন্ত্রণালয়ে

সংবাদ : রাকিব উদ্দিন | ঢাকা , বুধবার, ০৬ নভেম্বর ২০১৯

অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় এমপিওভুক্তি হওয়া বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে বেকায়দায় পড়েছে শিক্ষা প্রশাসন। পাশাপাশি বিএনপি-জামায়াত নেতাদের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি নিয়ে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। মন্ত্রিসভার সদস্য ও সরকার দলীয় এমপিদের ডিও লেটারে (চাহিদাপত্র) প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি না হলেও নামসর্বস্ব, অস্তিত্বহীন, অ্যাকাডেমিক স্বীকৃতিবিহীন, ট্রাস্ট পরিচালিত, যুদ্ধাপরাধী ও বিএনপি নেতাদের নামে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা কীভাবে এমপিওভুক্তি হলো- তা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে এই ধরনের ২১টি বিতর্কিত প্রতিষ্ঠানের তালিকা পেয়েছে।

গত ২৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকেও অনির্ধারিত আলোচনায় কয়েকজন মন্ত্রী এবারের এমপিওভুক্তির তালিকা নিয়ে অসন্তোষ ও হতাশা প্রকাশ করেছেন। এ ঘটনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে এমপিওভুক্তি নিয়ে জটিলতা যাতে আরও ঘনীভূত না হয়

সেজন্য বদালর বিষয় গোপন রাখা হচ্ছে। একজন সংসদ সদস্য ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘এবার ‘শহীদ জিয়াউর রহমান নামের ন্যূনতম চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমানকে শহীদ স্বীকৃতি দিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়।’

ট্রাস্টের অনুমোদন ছাড়াই এমপিওভুক্তি :

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রাজধানীর মধ্য বাড্ডায় ভাড়া বাড়িতে পরিচালিত ‘ন্যাশনাল কলেজ, বাড্ডা’ এবার এমপিওভুক্ত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এই কলেজটি ‘ন্যাশনাল এডুকেশন অ্যান্ড টেকনোলজি ফাউন্ডেশন’ পরিচালিত হচ্ছে। অথচ প্রতিষ্ঠানটিকে এমপিওভুক্ত করতে ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনই নেয়া হয়নি।

ট্রাস্টের (নেট ফাউন্ডেশন) চেয়ারম্যান মো. শাহজাহান ও মহাসচিব শহীদুল্লাহ বাদল অবিলম্বে কলেজের এমপিওভুক্তি বাতিলের দাবিতে শিক্ষা উপমন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের কাছে নানা অভিযোগসহ চিঠি দিয়েছেন।

কলেজের অধ্যক্ষ শহীদুল ইসলাম শিক্ষকদের কাছ থেকে মোটা অংকের চাঁদা আদায় করে প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন প্রকৌশলী মো. শাহজাহান ও শহীদুল্লাহ বাদল। তারা এক অভিযোগপত্রে বলেছেন, ‘ঢাকা শিক্ষাবোর্ড হতে এডহক কমিটি এবং মন্ত্রণালয় হতে এমপিওভুক্তি করানোর জন্য ৬০ লাখ টাকা ঘুষ দিয়েছেন মর্মে অধ্যক্ষ মহোদয় একটি সালিশি সভায় উত্থাপন করেন।’

‘ন্যাশনাল কলেজ’ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মো. শাহজাহান সংবাদকে বলেন, ‘অধ্যক্ষ শিক্ষকদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে ভুয়া কাগজপত্র বানিয়ে এমপিওভুক্তি করিয়েছেন। এ ঘটনায় শিক্ষা বোর্ডের এক কর্মকর্তা জড়িত। আমি এই জালিয়াতির তদন্তপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।’

চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘ন্যাশনাল কলেজ নেট ফাউন্ডেশন পরিচালিত একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১১ জন শিক্ষানুরাগীর আর্থিক সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত এমপিওভুক্তির বিষয়ে ফাউন্ডেশন কমিটি কিছুই জানে না। প্রতি মাসে ফাউন্ডেশন কমিটির সভায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ অনুমোদন এবং সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এমপিওভুক্তির বিষয়টি আলোচনাতেই আসেনি। তাছাড়া অধ্যক্ষ শহীদুল ইসলাম যৌতুক এবং নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় গ্রেফতার হয়ে সাময়িক বরখাস্ত অবস্থায় আছেন। এমপিওভুক্তির জন্য যদি আবেদন করে থাকেন তা অবৈধ। প্রতিষ্ঠানটিতে ব্যাংকের ডকুমেন্টের জাল জালিয়াতি করে বিপুল পরিমাণ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে, আর্থিত দুর্নীতির বিষয়টি গোপন ও মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।’

এমপিওভুক্তির অনুমোদন স্থগিত চেয়ে চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, ‘কলেজটি বাণিজ্যিক ভবনের ২য় তলা হতে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত ভাড়া করা ভবনে পরিচালিত হয়ে আসছে। নিচতলায় রেস্টুরেন্ট অগ্নিকা- ঘটার ঝুঁকিতে আছে। একটি অস্তিত্ববিহীন জমির দলিলাদি তৈরি করে

কর্তৃপক্ষকে ধোঁকা দিয়ে এমপিওভুক্তির আবেদন করা হয়েছে। জমিটি খারিজ করতে গেলে এই গুরুতর অনিয়ম ধরা পড়ে।’

ভাড়া বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি

‘নরসিংদী আইডিয়াল কলেজ ও নরসিংদী বিজ্ঞান কলেজ’ ভাড়াবাড়িতে পরিচালিত। এ দুটি প্রতিষ্ঠানকেও এবার এমপিওভুক্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে।

এমপিওভুক্তির তালিকা প্রকাশের পর ব্যাপক সমালোচনার মুখে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি ইতোমধ্যে বলেছেন, ‘ভাড়া বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করতে নীতিমালায় কোন বাঁধা নেই।’

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সংবাদকে বলেন, ‘ভাড়া বাড়িতে এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দেয়া হয় না।’

১০০ গজের মধ্যে এক দম্পতির ৩ প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত

সিরাজগঞ্জের বায়গঞ্জে একই ইউনিয়নে এক দম্পতির তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে। তিন প্রতিষ্ঠানই ১০০ গজের মধ্যে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠান তিনটি হল, দেউলমুড়া এনআর টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, দেউলমুড়া জিআর মডেল বালিকা বিদ্যালয় ও দেউলমুড়া জিআর বালিকা বিদ্যালয় (সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স)। এর মধ্যে স্বামীর একটি ও স্ত্রীর দুটি প্রতিষ্ঠান। এ তিনটি প্রতিষ্ঠানই গোপন করে

এমাপওর আবেদন করেছে, যার ভিত্তিতে এমপিওভুক্ত করেছে মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে স্বামীর প্রতিষ্ঠানের একটি নির্মাণাধীন ভবন থাকলেও সেখানে কোন শিক্ষার্থী নেই। অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী দেখিয়ে এমপিওভুক্তির অভিযোগ উঠেছে ওই প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে।

জানা গেছে, বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে উপজেলার পাঙ্গাসী ইউনিয়নের মিরের দেউলমুড়াতে মিরের দেউলমুড়া জিআর মডেল বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান প্রতিষ্ঠাতা রুবা খাতুন। এই প্রতিষ্ঠানের নামেই খোলা হয় কারিগরি শাখা। এই দুটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হলেন তার স্বামী হাতেম হাসিল উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রফিকুল ইসলাম নান্নু। শিক্ষক নান্নু চাকরির নিয়ম ভঙ্গ করে তিনি তার ও তার স্ত্রীর নামে নান্নু রুবা অর্থাৎ দেউলমুড়া এনআর টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ নেন রফিকুল ইসলাম নান্নু নিজেই। তিনি বিধিভঙ্গ করে দুটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শামীমুর রহমান সাংবাদিকদের জানান, এমপিওভুক্তির তালিকায় নাম আসলেই যে প্রতিষ্ঠান বেতনভুক্ত হবে এমনটির কোন নিশ্চয়তা নেই। যেসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অভিযোগ উঠেছে সেসব প্রতিষ্ঠানকে আরও যাচাই বাছাই করে তদন্ত প্রতিবেদন পাঠানোর জন্য ইতোমধ্যে নির্দেশনা

এসেছে। তিনি আরও বলেন, ‘অভিযোগ আমার কাছেও এসেছে।’

অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানও এমপিওভুক্ত

পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলার ‘নতুনহাট টেকনিক্যাল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ’-এর অ্যাকাডেমিক ভবন ছিল না। এমপিওভুক্তির পর রাতারাতি ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়। একই এলাকায় ‘পঞ্চগড় বিসিক নগর টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজও’ এবার এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। এটিও নাম সর্বস্ব।

অ্যাকাডেমিক স্বীকৃতিবিহীন প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত

জামালপুরের ‘দিপাইত শামছুল হক ডিগ্রি কলেজে’ একটি শাখার শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মচারী এমনকি অ্যাকাডেমিক স্বীকৃতি না থাকলেও এমপিও তালিকায় নাম উঠেছে। অথচ একই কলেজের এইচএইসসি (বিএম) শাখায় এমপিওভুক্তির সব শর্তই বিদ্যমান; কিন্তু সেটির এমপিও হয়নি।

দিগপাইত শামছুল হক ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মহির উদ্দিন তালুকদার বলেন, ‘এ কলেজের কৃষি ডিপ্লোমা শাখায় শিক্ষক, কর্মচারী ও অ্যাকাডেমিক স্বীকৃতি নেই। এই শাখায় বর্তমানে মাত্র চারজন শিক্ষার্থী আছে। কীভাবে এই শাখা এমপিওভুক্ত হলো সেটা আমার জানা নেই।’

ঝোঁপজঙ্গল পরিষ্কার করে স্কুলঘর নির্মাণ কাজ

এমাপওভুক্তর তালিকায় স্থান পাবার এক সপ্তাহ পর ঝোঁপজঙ্গল পরিষ্কার করে স্কুলঘর নির্মাণ কাজ শুরু হয় নড়াইলের নড়াগাতি থানার চান্দেরচর এলাকার পঞ্চগ্রাম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।

এই বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি চান্দেরচর গ্রামের আসাদুজ্জামান জানান, বিদ্যালয়ের জন্য ৭৫ শতক জমি অনেক আগেই কেনা হয়েছে। ২০০৫ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়। শিক্ষকের সংখ্যা সাত। এখানে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর কার্যক্রম চালু রয়েছে।

এতদিনেও বিদ্যালয়ের অবকাঠামো বা ঘর নির্মাণ না করার কারণ জানতে চাইলে সভাপতি বলেন, ‘পাশের একটা টিনের ঘরে এতদিন ক্লাস হয়েছে। ঘর নির্মাণের পর এখানে ক্লাস হবে।’

অন্যদিকে নড়াইলের কালিয়া উপজেলাধীন নড়াগাতি ও কালিয়া থানা এলাকায় একাধিক যোগ্য স্কুল ও কলেজ থাকা সত্ত্বেও এমপিওভুক্ত করা হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

স্থানীয়রা জানান, কালিয়া উপজেলায় এমপিওভুক্ত হওয়ার মতো যোগ্য বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থাকলেও সেগুলো না করে অবকাঠামোসহ অনেক ক্ষেত্রে অপূর্ণ পঞ্চগ্রাম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। যে প্রতিষ্ঠানে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা আগে কিছু কার্যক্রম চোখে পড়েছে। এমন দুর্বল প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হওয়ায় এলাকাবাসী বিস্ময় প্রকাশ করেন।

অথচ নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত নড়াগাতি থানার মাউলী পঞ্চপল্লী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ১৮৫ জন এবং নবম ও দশম শ্রেণীতে ৯৩ ছাত্রছাত্রী রয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, শিক্ষকদের নিয়মিত পাঠদান, জেএসসিতে ভালো ফলাফল, সহশিক্ষা কার্যক্রমসহ এমপিওভুক্তর সব শর্ত ঠিক থাকলেও বিদ্যালয়টি এমপিওভুক্ত হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

এছাড়াও নামসর্বস্ব পঞ্চগড় বিসিক নগর টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ, একই জেলার আটোয়ারি উপজেলার সন্দেহ দীঘি নি¤œ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (রেজাল্ট ভালো না), জাতীয়করণ হওয়া হবিগঞ্জের শাহজালাল কলেজ, স্বাধীনতা বিরোধী ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত ‘আলহাজ ঝুনু মিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও পঞ্চগড় সদর উপজেলার সামরি উদ্দীন প্রধান মাদ্রাসা, জামায়াতে ইসলামীর সংশ্লিষ্ট ঢাকার কামরাঙ্গীচর উপজেলার হিলফুলফুজুল টেকনিক্যাল ও বিএম কলেজ এবং নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার হিলফুলফুজুল দাখিল মাদ্রাসা, বিএনপি নেতার মালিকানাধীন কুমিল্লা দাউদকান্দি উপজেলার ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা ও ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন হাইস্কুল, ফেনীর ছাগলনাইয়া উপজেলায় ‘শহীদ জিয়া ইসলামিয়া আলীম মাদ্রাসা’, বগুড়ার গাবতলীর ‘শহীদ জিয়াউর রহমান গার্লস হাইস্কুল ও শহীদ জিয়াউর রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়’, বিএনপি নেতা পরিচালিত

সিলেটের গোয়াইনঘাটের এম সাইদুর রহমান টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজ, সাতক্ষীরার তালা উপজেলার ‘শহীদ জিয়াউর রহমান মহাবিদ্যালয়’, জামায়াত নেতার পরিচালিত ঝালকাঠি নলছিটি উপজেলার প্যালেস্টাইন টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বিএনপি নেতা পরিচালিত ঝিনাইদহের বগুড়া উপজেলার মশিউর রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবার এমপিওভুক্ত করা হয়েছে।